

নিরাপত্তা সংক্রান্ত চতুর্ভূজীয় সংলাপ (কোয়াড)

কোয়াড- নিরাপত্তা সংক্রান্ত চতুর্ভূজীয় সংলাপ (QSD), কোয়াড একটি অনানুষ্ঠানিক কৌশলগত ফোরাম যা চারটি দেশ নিয়ে গঠিত, যথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান। কোয়াডের প্রাথমিক লক্ষ্য হল একটি স্বাধীন, উন্মুক্ত, সমৃদ্ধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য কাজ করা।

সুনামির পরে চারটি দেশ ত্রাণ কার্য সমন্বয়ের জন্য একত্রিত হয়ে 2004 সালে কোয়াড গ্রুপিং তৈরি করেছিল। 2007 সালে, গ্রুপটি আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান নেশনস অ্যাসোসিয়েশন (ASEAN) এর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। 2007 সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেই প্রথম কোয়াড গঠনের ধারণাটি উত্থাপন করেছিলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে, বিশ্বের বর্তমান চলমান ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার কারণে কোয়াডকে সংবাদ শিরোনামে দেখা যায়। ইউপিএসসি পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি প্রাসঙ্গিক একটি টপিক। ক্যান্ডিডেটদের অবশ্যই কোয়াড গোষ্ঠীভুক্ত দেশসমূহ এর নীতি, এবং কোয়াডের তাৎপর্য, এবং এর পাশাপাশি কোয়াড এর স্পিরিট এবং কোয়াড প্লাসের কথাও স্মরণে রাখতে হবে। কোয়াড সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে এই আর্টিকেলটি পড়া যাক।

কোয়াড কি ?

QUAD- নিরাপত্তা সংক্রান্ত চতুর্ভূজীয় সংলাপ (QSD), কোয়াড একটি অনানুষ্ঠানিক কৌশলগত ফোরাম যা চারটি দেশ নিয়ে গঠিত, যথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান। 2007 সালে জাপানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে এই কোয়াডকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেন। কোয়াড গ্রুপের প্রধান লক্ষ্য হল একটি মুক্ত ও নিরাপদ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা।

কোয়াড: বিভিন্ন ইভেন্টের সময়কাল

কোয়াড-নিরাপত্তা সংক্রান্ত চতুর্ভূজীয় সংলাপ গঠনের দিকে পরিচালিত ঘটনাগুলির সময়কাল:

2007: এশিয়ান আর্ক অফ ডেমোক্রেসি- অস্ট্রেলিয়া এই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গেলো

এই চতুর্ভূজটি প্রথমে 'এশিয়ান আর্ক অফ ডেমোক্রেসি' গঠন করার কথা ভেবেছিল। শেষ পর্যন্ত, মঙ্গোলিয়া, কোরীয় উপদ্বীপ, মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা চিন্তা করা হয়েছিল। তবে, কোয়াড চীনকে 'দ্য এশিয়ান আর্ক অফ ডেমোক্রেসির' অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেনি। এর ফলে প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো কঠোর সমালোচকরা বলেছিলেন যে এটি একটি চীন-বিরোধী পদক্ষেপ। আবার কেউ কেউ একে

'গণতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জ' বলে অভিহিত করেছেন। চতুর্ভুজ নিয়ে চীনাদের ক্ষোভ অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। 2008 সালে, কেভিন রুড (অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) চীনা সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে অবশেষে চতুর্ভুজ থেকে বেরিয়ে আসেন।

2012: ডেমোক্রেটিক সিকিউরিটি ডায়মন্ড- ভারত মহাসাগর থেকে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা

জাপান সরকার শান্তিবাদী সংবিধান পুনর্বিবেচনার অঙ্গীকার করেছে। বিশেষ করে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। তিনি 'ডেমোক্রেটিক সিকিউরিটি ডায়মন্ড' প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জাপানের নিরাপত্তা জোটকে পুনরায় শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করেছেন। এটি সমমনস্ক, ইন্দো-প্যাসিফিক দেশগুলির একটি প্রস্তাবিত কৌশলগত জোট। এই সমস্ত দেশ চীনের ক্রমবর্ধমান নৌশক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট আতঙ্কিত।

2017: পুনরায় অস্ট্রেলিয়ার প্রবেশ - এবং চীন এর প্রতিক্রিয়া

কেভিন রুডের (অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) নেতৃত্বে অস্ট্রেলীয় সরকার এই গোষ্ঠীটিকে চীনের সাথে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে উচ্চবিরোধ তৈরি করেছিল বলে মনে করেন। তাই, তারা 2008 সালে আনুষ্ঠানিক আলোচনা থেকে

সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। যাইহোক, অস্ট্রেলিয়ান সরকার পূর্ববর্তী অনিচ্ছার উপর একটি দৃঢ় এবং সদর্থক অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

2020: ত্রিপাক্ষিক ভারত- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মালাবার নৌ মহড়া

মালাবার অনুশীলন 1992 সালে শুরু হয়েছিল। যাইহোক, এই অনুশীলন 1998 থেকে 2001 পর্যন্ত স্থগিত ছিল। কারণ, ভারত পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানোর পর মার্কিন সরকার ভারতের উপর (সামরিক ও অর্থনৈতিক) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। অবশেষে, 2002 সালে দুই দেশ এটি পুনরুজ্জীবিত করে। পরবর্তীতে জাপান 2015 সালে মালাবার অনুশীলনের স্থায়ী সদস্য পদ লাভ করে। এই অনুশীলনের মধ্যে রয়েছে যুদ্ধ কৌশল এবং নকল যুদ্ধের মহড়া।

কোয়াড জাতিগোষ্ঠী ও চীন

যেহেতু চীন কোয়াডের সদস্য নয়, তাই একনজরে দেখে নেওয়া যাক চীনের বিষয়ে অন্য দেশের অবস্থান-

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-

- পূর্ব এশিয়ায় চীনের বাড়বাড়ন্ত রোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণ করে। তদনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই

জোটকে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার প্রভাব ফিরে পাওয়ার উপায় হিসাবে দেখে।

- চীন ও রাশিয়া উভয়কেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে পেন্টাগনের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল রিপোর্টে যেটি বানানো হয়েছে ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশল এর উপর ভিত্তি করে।

অস্ট্রেলিয়া-

- চীন সরকার অস্ট্রেলিয়ার ভূমি পরিকাঠামো দূষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে যা অস্ট্রেলিয়ার জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- কারণ এটি চীন এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব থেকে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য চীনের উপর অস্ট্রেলিয়ার নির্ভরতা নির্দেশ করে।

জাপান-

- চীন গত এক দশক ধরে এই অঞ্চলে তার আঞ্চলিক সীমানা অতিক্রম করছে এবং জাপান দৃঢ়ভাবে এটি সম্পর্কে তার মতানৈক্য প্রকাশ করেছে।

- জাপানের অর্থনীতি নেট রপ্তানির সাথে চীনের সাথে বাণিজ্যের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল যা দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এক-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী।
- সুতরাং জাপানকে চীনের সাথে তার আঞ্চলিক উদ্বেগের পাশাপাশি তার অর্থনৈতিক চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য জাপানকে অত্যন্ত যত্নশীল হতে হবে।

ভারত-

- সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চীন দ্বারা সংঘটিত আন্তর্জাতিক নিয়মলঙ্ঘন, বিশেষ করে দক্ষিণ চীন সাগরে পুনর্দখলকৃত দ্বীপগুলিতে সামরিক সুবিধাগুলির সম্প্রসারণ এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সম্প্রসারণ ভারতের কাছে কিছু শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করেছে।
- ভারত চীনের কৌশলগত গুরুত্ব জানে এবং চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে দক্ষতার সাথে ভারসাম্য বজায় রাখছে এবং এছাড়াও চীনের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ রয়েছে যা চীনকে আশ্বস্ত করেছে।
- প্রকৃতপক্ষে, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের মধ্যে হওয়া মালাবার ত্রিপক্ষীয় সামুদ্রিক মহড়ায় অংশগ্রহণ করতে অস্ট্রেলিয়াকে নিষেধ করেছে

যে এটি চীনের কাছে একটি নেতিবাচক বার্তা পাঠাতে পারে যা মহড়ার জন্য যথেষ্ট আতঙ্কের।

- এটি একটি ইতিবাচক উন্নয়ন যে নরেন্দ্র মোদী এবং শি জিনপিং মামান্নাপুরম শীর্ষ সম্মেলনে উভয় দেশের স্টেকহোল্ডারদের কৌশলগত দিকনির্দেশনাকে মূল্যবান বলে মনে করেন।

কোয়ড এর স্পিরিট কি ?

স্পিরিট অব কোয়ড আসলে ২০২১ সালের মার্চে কোয়ডের সদস্য দেশগুলোর জারি করা একটি যৌথ বিবৃতি। এই বিবৃতিতে কোয়ডের সদস্যরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে-

- তারা একটি স্বাধীন, উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বাস্থ্যকর অঞ্চলের জন্য চেষ্টা করে যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়।
- তারা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আইনের শাসন এবং নৌ চলাচলের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। অংশীদারি দেশগুলির সাথে ভালোভাবে কাজ করার একটি পরিসর তৈরি করে।
- তারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার, দেশগুলির অর্থনীতিকে দ্রুততর করার এবং কোভিড-19-এর স্বাস্থ্যগত প্রভাব উন্নত করার অঙ্গীকার করেছেন।

- সদস্য দেশগুলির দ্বারা বলা লক্ষ্য এবং অগ্রাধিকারগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা স্কোয়াডের সাথে জড়িত থাকার জন্য তাদের প্রতিশ্রুতিকে দ্বিগুণ করার লক্ষ্য রাখে এবং কার্যকর ভ্যাকসিন বিতরণের জন্য একটি ভ্যাকসিন বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির বৈজ্ঞানিক অর্থায়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতাগুলিকে একত্রিত করে।



কোয়াড প্লাস কি?

কোয়াড প্লাস একটি ইন্দো-প্যাসিফিক মিনি ল্যাটারাল এনগেজমেন্ট যা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান অর্থনীতিগুলিকে ওইউএডিতে সংহত করতে সাহায্য করেছিল। উপরন্তু, এটি একটি মাল্টিপোলার ভিশন সরবরাহ করে যা আমাদেরকে কোয়াডে জড়িত দেশগুলির বহুপাক্ষিক বৃদ্ধি বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করার অনুমতি দেয়। অতএব কোয়াড প্লাসকে বিদ্যমান কোয়াডের একটি এক্সটেনশন হিসাবে দেখা যেতে পারে।

কোয়াড প্লাসের বিপরীতে, যা মূলত ভাগ করে নেওয়া আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলার জন্য একটি সহযোগিতা কাঠামো তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে, কোয়াড এখনও সামুদ্রিক পরিকাঠামো প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত সংলাপ এবং পরীক্ষার সমস্যার বিষয়গুলিতে কৌশলগত ভাবে অব্যাহত রয়েছে।

কোয়াড এর মূলনীতিসূমহ

কোয়াড গ্রুপ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হল ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রপথগুলিকে বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করা। কোয়াড মূলত চীনা আধিপত্য হ্রাস করার জন্য একটি কৌশলগত গোষ্ঠী। কোয়াড নীতির মাধ্যমে, মূল উদ্দেশ্য হল একটি নিয়ম-ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা, নেভিগেশনের স্বাধীনতা এবং একটি উদার বাণিজ্য ব্যবস্থা সুরক্ষিত করা। এর লক্ষ্য ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলির জন্য বিকল্প ঋণ অর্থায়নের প্রস্তাব দেওয়া।

কোয়াড চীনা বাণিজ্য এবং লুণ্ঠনকারী নীতিগুলি হ্রাস করার দিকে মনোনিবেশ করে এবং উদার বাণিজ্য এবং নেভিগেশনের স্বাধীনতা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে।

কোয়াড এর তাৎপর্য

কোয়াড কৌশলগতভাবে চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক উত্থানকে প্রতিহত করে।

কোয়াডের তাৎপর্য, বিশেষ করে ভারতের জন্য:

- ভারত তার সীমান্তে চীনা শক্ততা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যান্য কোয়াড গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সমর্থন নিতে পারে।
- ভারত কৌশলগত অন্বেষণের জন্য ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নৌবাহিনীর সম্প্রসারণের সুবিধা নিতে পারে।

- কৌশলগত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের আগ্রাসী ও দমনমূলক প্রকৃতি কোয়াড দেশগুলির মধ্যে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হয়।

কোয়াড সামিট 2022

2022 সালের 24 শে মে টোকিওতে কোয়াড শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সশরীরে সামিটে যোগ দিয়েছিলেন। কোয়াড সামিট 2022-এ যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো চীন ও তাইওয়ান, চীন ও সোলোম্যান দ্বীপপুঞ্জ, ইউক্রেন ও রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র। যে উদ্যোগগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলি হল ইন্দো-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ ফর মেরিটাইম ডোমেন অ্যাওয়ারনেস (আইপিএমডিএ), স্পেস কো-অপারেশন, ভ্যাকসিন পার্টনারশিপ এবং কোয়াড ফেলোশিপ।

কোয়াড সামিট 2023

কোয়াড সামিট-2023-এর পরবর্তী আয়োজন করবে অস্ট্রেলিয়া।

কোয়াডের নিজের জন্য আরও স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। কোয়াডের জন্য উন্মুক্ততা প্রদর্শন করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং একটি 'ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্দো-প্যাসিফিক'-এর সমস্ত আলোচনা নিছক একটি স্লোগানের চেয়ে বেশি নয় তা নিশ্চিত করা।

কোয়াদের উচিত একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক পরামর্শ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করা এবং আঞ্চলিক গুরুত্বের বিষয়গুলিতে আসিয়ান দেশগুলির সাথে সমন্বয় সাধন করা।

কোয়ড এর সামনের চ্যালেঞ্জসূমহ

কোয়ড গ্রুপের সামনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

- দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলের সম্পূর্ণ মালিকানার উপর চীনের আঞ্চলিক দাবি এবং এতে দ্বীপগুলি তৈরি করার ক্ষমতা। যদিও দাবীটি 2016 সালে সালিশি আদালত সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল, তবুও চীন এই দাবি থেকে পিছপা হচ্ছে না।
- আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের (RCEP) সাম্প্রতিক উদাহরণ দিয়ে আসিয়ান দেশগুলোর ওপর চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।
- যেহেতু কোয়ড গ্রুপ চীনকে সীমাবদ্ধ করে এবং সমুদ্রপথের মাধ্যমে ইন্দো-প্যাসিফিক এবং পশ্চিম অঞ্চলে বাণিজ্য এবং নৌচলাচলের মতো অনেক শর্ত, তাই জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলির পক্ষে নিজেদের টিকিয়ে রাখা কঠিন কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে চীনের উপর নির্ভরশীল।

- একটি চতুর্ভুজ গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে সমন্বয় অনুপস্থিত কারণ দেশগুলি স্বার্থ এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে।

কোয়াড এর উদ্দেশ্য কি?

কোয়াড চারটি দেশ নিয়ে গঠিত: জাপান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই জোটের মূল উদ্দেশ্য ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিয়ম-কানুন জোরদার করা।

কোয়াডকে কি এশিয়ার ন্যাটো বলা যায়?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট বলেছেন যে কোয়াড এমন এক ধরনের জোট হতে পারে যা ঠান্ডা যুদ্ধের পরে ন্যাটোর মতো জোটের পরিবর্তে সুরক্ষা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে।

চীন কেন কোয়াডের বিরুদ্ধে?

কোয়াড গোষ্ঠীটি ইন্দো-প্যাসিফিক এবং চীনা সমুদ্র পথে চীনা অস্ত্রের অবৈধ সম্প্রসারণকে সীমাবদ্ধ করে। এছাড়াও, চীন কোয়াডকে একটি সামরিক ভাবে এশিয়ান ন্যাটোর অগ্রদূত হিসাবে চিত্রিত করে।

সর্বশেষ কোয়াড সম্মেলন কবে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

এই শীর্ষ সম্মেলনের সর্বশেষ সম্মেলনটি টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী সহ ভারতের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

কেন কোয়াড গঠিত হয়?

কোয়াড গ্রুপের উদ্দেশ্য হল ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের কৌশলগত এবং উল্লেখযোগ্য সমুদ্রপথগুলি যে কোনও প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্যোগ।